বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

“উন্নত দেশের সোপান ধরি
মাদকমুক্ত দেশ গড়ি”

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

১. পটভূমি : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর দর্শনের উপর ভিত্তি করে ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদ হচ্ছে- "জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন"। জাতিসংঘের কনভেনশনের আলোকে ১৯৯০ সনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন এবং অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। অধিদপ্তর প্রথমে রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ের অধীনে এবং ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ খ্রি:-এ দেশকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। উন্নত দেশ বিনির্মাণে মাদকমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা একটি অন্যতম নির্ণায়ক। অবৈধ মাদকের ছোবল থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যে মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন এবং ইতোমধ্যে একটি অ্যাকশন প্লান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক নিয়ন্ত্রণে এদেশে নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে।

২. ক্রমবিকাশ

১৮৫৭: আফিম ব্যবসাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে প্রথম আফিম আইন প্রবর্তন;

১৮৭৮: আফিম আইন সংশোধন করে আফিম ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা;

১৯০৯: বেঙ্গল এক্সাইজ অ্যাক্ট প্রণয়ন ও বেঙ্গল এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা;

১৯৩০: The Dangerous Drug Act 1930 প্রণয়ন;

১৯৩২: The Opium Smoking Act 1932 প্রণয়ন;

১৯৩৯: The Dangerous Drug Rules 1939 প্রণয়ন;

ষাটের দশকে বেঙ্গল এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টকে এক্সাইজ অ্যান্ড ট্যাক্সেশন ডিপার্টমেন্ট হিসেবে নামকরণ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্তকরণ;

১৯৭৬: এক্সাইজ অ্যান্ড ট্যাক্সেশন ডিপার্টমেন্টকে পুনর্বিন্যাসকরণের মাধ্যমে নারকটিকস অ্যান্ড লিকার পরিদপ্তর নামে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে ন্যস্তকরণ;

১৯৮৯: বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধ, মাদকের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জনসচেতনতার বিকাশ এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনকল্পে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ জারি;

১৯৯০: ০২ জানুয়ারি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ প্রণয়ন করা হয় এবং নারকটিকস অ্যান্ড লিকার পরিদপ্তরের স্থলে একই বছর তৎকালীন রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা;

১৯৯১: ০৯ সেপ্টেম্বর অধিদপ্তরকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্তকরণ;

২০১৭: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগে অধিদপ্তরকে অন্তর্ভুক্তকরণ;

২০১৮: আইনে মাদক ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠপোষকদের শাস্তির বিধানসহ ইয়াবা ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন ও ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ হতে কার্যকর;

২০১৯: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কর্মরত ১০ম গ্রেড ও তদনিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রেশন সামগ্রী প্রদানের লক্ষ্যে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কর্মরত ১০ম গ্রেড ও তদনিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রেশন নীতিমালা-২০১৯' প্রণয়ন;

২০১৯: বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮-এ প্রতিটি জেলায় বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন এবং কেন্দ্রসমূহকে অনুদান প্রদানের বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। সে মোতাবেক বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য 'বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯' প্রণয়ন;

২০২০: মাদক অপরাধের মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি এবং পূর্বের আইনে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনকল্পে মাদকদ্রব্য অপরাধসমূহ ট্রাইব্যুনালের পরিবর্তে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী 'এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত' কর্তৃক বিচার্য হবার বিধান রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সংশোধন করে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০' প্রণয়ন;

২০২১: (ক) সিপাই হতে অতিরিক্ত পরিচালক পর্যন্ত সবার জন্য ইউনিফর্মের বিধান রেখে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মচারীদের পোশাক ও সামগ্রীর প্রাধিকার) বিধিমালা-২০২১' ২৩ মে ২০২১ তারিখ এবং (খ) 'বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯ সংশোধনপূর্বক "বেসরকারি মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিধিমালা, ২০২১" ২৩ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে।

২০২২: (ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল) বিধিমালা, ২০২১ গত ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ (খ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বাজেয়াপ্তযোগ্য বস্তু আটক, ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তিকরণ বিধিমালা, ২০২২ গত ০৬ জুলাই ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ এবং (গ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২ গত ১১ আগস্ট ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে।

৩. রূপকল্প (Vision): মাদকাসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

৪. অভিলক্ষ্য (Mission): দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে এনফোর্সমেন্ট ও আইনি কার্যক্রম জোরদার, মাদকবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশে মাদকের অপব্যবহার কমিয়ে আনা।

৫. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যাবলি (Functions)

১. মাদক পাচার প্রতিরোধে অভিযান পরিচালনা ও নিয়মিত মামলা রুজুকরণ;
২. ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা হালনাগাদকরণ;
৩. বিভাগীয় পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন;
৪. ইউনিভার্সেল ট্রিটমেন্ট কারিকুলাম অনুযায়ী চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ, কাউন্সিলর ও মনোবিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
৫. বুলেটিন, স্যুভেনির ও বার্ষিক ড্রাগ রিপোর্ট নিয়মিত প্রকাশকরণ;
৬. মাদকবিরোধী প্রচারণা, লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ;
৭. মাদকবিরোধী টিভিসি, টকশো, থিম সং, শর্ট ফিল্ম ইত্যাদি তৈরি ও প্রদর্শন;
৮. ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় মাদকবিরোধী আলোচনা ও প্রচার ;
৯. শিক্ষা কারিকুলামে মাদক সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ;
১০. মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
১১. কারাগারসমূহে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
১২. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচার কার্যক্রম;
১৩. সকল জেলায় বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন;
১৪. দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;
১৫. ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়ন; এবং
১৬. প্রিকারসর কেমিক্যালসহ অন্যান্য লাইসেন্সিদের সেবা প্রদান ।

৬. জনবলের পরিসংখ্যান (বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী)

১) জনবল :

ক্রম	গ্রেড	মঞ্জুরিকৃত জনবল	কর্মরত জনবল	শূন্যপদ
১	১ম -৯ম	৩০৮	১১০	১৯৮
২	১০ম	২৯৭	১৫৪	১৪৩
৩	১১তম-১৭তম	২১৪৩	১৩৯৯	৭৪৪
৪	১৮তম-২০তম	৩১১	২১৯	৯২
	মোট =	**৩০৫৯**	**১৮৮২**	**১১৭৭**

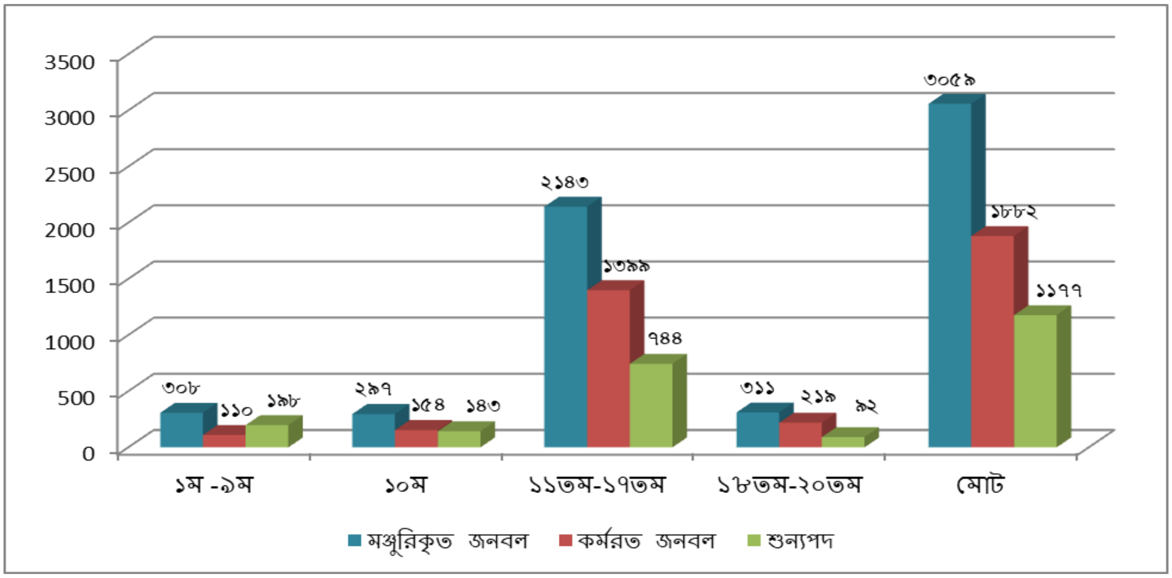

৭. মাঠ পর্যায়ের অফিস

অফিসের/ নাম	পুনর্গঠিত সাংগঠনিক কাঠামো
জেলা কার্যালয়	৬৪টি জেলায় অফিস প্রধান হিসেবে উপপরিচালক পদ অনুমোদন
মেট্রো কার্যালয়	৪টি (ঢাকা-২টি ও চট্টগ্রাম-২টি)
বিভাগীয় কার্যালয়	৮টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ)।
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়	৮টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ)।
কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার	১টি
রাসায়নিক পরীক্ষাগার	৭টি
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	১২৪ শয্যা বিশিষ্ট ১টি।
বিভাগীয় নিরাময় কেন্দ্র	৭টি
সমুদ্রবন্দর	২টি
স্থলবন্দর	১টি
বিমানবন্দর	২টি

৮. আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অধিদপ্তরের চুক্তি/সমঝোতা স্মারক/কনভেনশন

- (ক) মায়ানমার (১৯94) এবং (খ) ভারত (২০০৬) এর সাথে পারস্পারিক সহযোগিতা চুক্তি
- (ক) ইরান (১৯৯৫) এবং (খ) Drug Enforcement Agency (DEA) (২০১২) এর সাথে সমঝোতা স্মারক(MoU):
- (ক) Single Convention on Narcotic Drugs, ১৯৬১ (খ) Convention on Psychotropic Substances, 1971 (গ) UN Convention Against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, ১৯৮৮ (ঘ) SAARC Convention on Narcotic Drug and Psychotropic Substances, ১৯৯০ কনভেনশন।

৯.০ বর্তমান সরকারের আমলে অধিদপ্তরের অর্জন (২০০৯ ও ২০২৩ খ্রিঃ-এর তুলনামূলক চিত্র)

ক্রম	বিবরণ	২০০৯-২০১০ অর্থবছর	২০২২-২০২৩ অর্থবছর
১.	জনবল বৃদ্ধি;	১২৭৭ জন	৩০৫৯ জন
২.	অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধি;	যানবাহন-৫১টি ও কম্পিউটার সামগ্রী অপ্রতুল।	• যানবাহন-১০২টি • কম্পিউটার-৩৬৮টি • ল্যাপটপ-১৭টি • ড্রাগ ডিটেকটিং মেশিন-১৩টি • ওয়াকিটকি সেট-৩৮৮টি • কার মোবাইল সেট-৪৫টি • রিপিটার-৭৪টি • টাওয়ার-৪টি • ফটোকপি মেশিন-১০৪টি
৩.	সামগ্রিক তথ্যের ডাটাবেজ তৈরি	ছিল না	• সেবাসমূহকে অনলাইনকরণসহ মাদক অপরাধীদের ডাটাবেজ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। (৩৭টি সেবা সহজিকরণ করা হয়েছে)
৪.	অধিদপ্তরের অফিস স্থাপন	৩৯টি	১০৬টি (টেকনাফে ১টি বিশেষ জোনসহ)
৫.	ড্রাগ এডিকশন প্রফেশনালদের দক্ষতা বৃদ্ধি	ছিল না	এডিকশন প্রফেশনালদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মাদকদ্রব্য ব্যবহার, রোগ ও চিকিৎসা বিষয়ের উপর জানুয়ারি, ২০১৩ থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত মোট ১ হাজার ৯৬০ জনকে ইকো প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
৬.	**মাদকবিরোধী প্রচারণা**		
	লিফলেট বিতরণ	১৫,২০০টি	২৯,৪৯২৭টি
	স্টিকার বিতরণ	১৩,৯৫০টি	২০৬৪০টি
	সভা/সেমিনার	৬,৪৮৬টি	১৪৩৩টি
	স্যুভেনির প্রকাশ ও বিতরণ	১৫০০	২০০০টি
	কলেজ ও স্কুলে মাদকবিরোধী শ্রেণি বক্তৃতা	---	১৫০০টি
	কারাগারে মাদকবিরোধী প্রচারণা	---	৮০টি
	ভলান্টিয়ার টিম গঠন	---	১৬৬টি
	প্রিন্ট মিডিয়ায় মাদকবিরোধী বিজ্ঞাপন	---	২০৮টি
	বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে মাদকবিরোধী স্ক্রল প্রচার	----	৭৩টি টিভি চ্যানেলে মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত স্ক্রল প্রচার করা হয়েছে।
	ডিজিটাল ভ্যানে মাদকবিরোধী প্রচার	---	৬টি ডিজিটাল ভ্যানে ৭দিন ব্যাপী মাদকবিরোধী প্রচার।
৭.	ফেসবুক পেস ও ইউটিউব	ছিল না	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও ইউটিউব এবং কিয়স্ক,

ক্রম	বিবরণ	২০০৯-২০১০ অর্থবছর	২০২২-২০২৩ অর্থবছর
	ইত্যাদির মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচারণা		এলইডি বিলবোর্ড, টিভি, ওয়েবিনার ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক মানুষ মাদক সচেতনতার আওতাভুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে অধিদপ্তরের ফেসবুক পেজের ফলোয়ারের সংখ্যা ১ লক্ষ ২১ হাজার এবং লাইক এর সংখ্যা ১ লক্ষ ১৭ হাজার।
৮.	হটলাইন সেবা	ছিল না	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সেবাসমূহ সম্পর্কে পরামর্শ/অভিযোগ/মতামত প্রদানে একটি হটলাইন নম্বর (০১৯০৮-৮৮৮৮৮৮) স্থাপন করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত এ নম্বরে ১২৯০টি কল এসেছে।
৯.	অবকাঠামোগত উন্নয়ন	প্রধান কার্যালয় ভাড়াকৃত ভবনে (রমনা, বোরাক টাওয়ার) পরিচালিত হয়েছিল। এছাড়া বিভাগীয় কার্যালয়সমূহও ভাড়াকৃত বাড়িতে পরিচালিত হয়ে আসছিল।	প্রধান কার্যালয়ের বহুতল ভবন এবং ৫টি বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
১০.	বাজেট বরাদ্দ	১৮,১৯,১৪,০০০/-	২৯৪,৫১,১৫,০০০/-
১১.	আদায়কৃত রাজস্ব	৫৬,১৮,০১,০৬০/-	লাইসেন্স, পারমিট, মাদকশুল্ক ও বিবিধ খাত থেকে আদায়কৃত রাজস্ব ১৩৭,২৭,২৭,৪৫০/-
১২.	আইন বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন	পূর্বে এক্সাইজ ম্যানুয়াল প্রভিশন রুলস ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ কার্যকর ছিল।	**আইন :** • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সংশোধন করে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে। **প্রণীত বিধিমালা ও নীতিমালা** : • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল) বিধিমালা, ২০২১ গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। • 'বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯ সংশোধনপূর্বক 'বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে। • 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মচারীদের পোশাক ও সামগ্রীর প্রাধিকার) বিধিমালা-২০২১'। • 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কর্মরত ১০ম গ্রেড ও তদনিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রেশন নীতিমালা-২০১৯'। 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০' এর ৬৮(২) ধারার বিধান মোতাবেক নিম্নবর্ণিত খসড়া বিধিমালাসমূহ প্রণয়ন করে চূড়ান্তকরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন রয়েছে' : • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা-২০২২। • আটক ও জব্দকৃত বস্তু সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি বিধিমালা-২০২২। • এছাড়া, (ক) ডোপ টেস্ট বিধিমালা, ২০২৩ এবং (খ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২৩ প্রণয়ন র্কাযক্রম চলমান।
১৩.	ডোপটেস্ট ব্যবস্থা প্রবর্তন	ছিল না	উচ্চ শিক্ষাঙ্গণ/ক্রীড়াঙ্গণে ভর্তি এবং সকল নিয়োগের ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন (সংশোধন), ২০১৮ এর ধারা-২৪/৪ মোতাবেক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ডোপটেস্ট চালু করা হয়েছে।
১৪.	প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ	ছিল না	অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলায় ২০ (বিশ) একর জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। জমি অধিগ্রহণের জন্য ৮ মার্চ ২০২১ তারিখে জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া'র অনুকূলে ২৩,৫৭,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ১৫ মে ২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১৫.	সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	৪টি (৫৫ বেড)	৪টি (১৯৯ বেড)
১৬.	সরকারি নিরাময় কেন্দ্রে	৩ হাজার ৭৯৩ জন	১৯,৮৪৪ জন

ক্রম	বিবরণ	২০০৯-২০১০ অর্থবছর	২০২২-২০২৩ অর্থবছর
	চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা		
১৭.	মাসকাসক্ত পথশিশুদের চিকিৎসা সেবা	ছিল না;	২০২১-২২ অর্থবছরে ৮৯ জন পথশিশুকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২০৩ জন পথশিশুকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।
১৮.	বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের বেড সংখ্যা।	বেসরকারি পর্যায়ে ৩৭টি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, যেগুলোর মোট বেড সংখ্যা ৫৮০টি।	বেসরকারি পর্যায়ে ৩৬৫টি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, যেগুলোর মোট বেড সংখ্যা ৪ হাজার ৯৯৬টি।
১৯.	মাদক মামলায় দ্রুত বিচার নিশ্চিতকল্পে আলাদা আদালত গঠন।	ছিল না;	মাদক অপরাধের মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি এবং পূর্বের আইনে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনকল্পে মাদকদ্রব্য অপরাধসমূহ ট্রাইব্যুনালের পরিবর্তে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী 'এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত' কর্তৃক বিচার্য হবার প্রভিশন রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সংশোধন করে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে।
২০.	মাদকের অপব্যবহার রোধকল্পে কমিটি।	মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সভাপতিত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ছিল ।	মাদকদ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ, সরবরাহ ও চাহিদাহ্রাস, অপব্যবহার ও চোরাচালান প্রতিরোধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ এর ৬৩ (১) ধারা মোতাবেক, (ক)মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটি; (খ)সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটি; (গ)জেলা প্রশাসক-এর সভাপতিত্বে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি; এবং (ঘ)উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর সভাপতিত্বে উপজেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলোর সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
২১.	মাদকের অপব্যবহার রোধে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন	ছিল না;	বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি কমিটি গঠন করা হয়েছে : ক) মুখ্য সচিব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-কে আহ্বায়ক করে স্ট্র্যাটেজিক কমিটি; খ) সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ-কে আহ্বায়ক করে এনফোর্সমেন্ট কমিটি; গ) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ-কে আহ্বায়ক করে মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক আন্দোলন কমিটি। এনফোর্সমেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সমন্বয়ে কোর কমিটি; খ) কক্সবাজার ও টেকনাফে ইয়াবা পাচারবিরোধী টাস্কফোর্স।
২২.	**উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের পরিমাণ :**		

বিবরণ	২০০৯-২০১০	২০২২-২০২৩
মামলা	৭৭৬৪টি	২১,৮৩৪টি
আসামি	৭৯৬৬ জন	২৩,৫৮০ জন
ইয়াবা	৪০৫১ পিস	৪৯,৮২,২০২ পিস
হেরোইন	২১.১৮৯ কেজি	২১.৪৭৬ কেজি
কোকেন	০.১৫ কেজি	০.২৮
গাঁজা	২১০১.০১৯ কেজি	৮,৫৩৪.৮৭৭ কেজি
গাঁজা (গাছ)	৫০৬টি	৩৬,৭০৩টি
ফেন্সিডিল	৫৮৬৭৫ বোতল	১৬,৯২৮ বোতল
ফেন্সিডিল	১৭৩.৭ লিটার	২০৯.৮৬ লিটার
ইনজেকটিং ড্রাগ	১৮৬৯২ অ্যাম্পুল	৮৩,০০৩ অ্যাম্পুল
বিদেশী মদ	৪৭৪৬ বোতল	১,৯৮০ বোতল

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২টি সরবরাহকৃত স্পিডবোট

১০.০ বাজেট বরাদ্দ, বাৎসরিক ব্যয় ও রাজস্ব আদায়

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	বাৎসরিক ব্যয় (টাকা)	রাজস্ব আদায় (টাকা)
২০০৯-২০১০	১৮১৯১৪০০০/-	১৮৭০৮৮০০০/-	১৮৪৫৪৭০০০/-	৫৬১৮০১০৬০/-
২০১০-২০১১	২০৩৭৩৬০০০/-	২২৬১৫০০০/-	২৩০৪৩৫০০০/-	৬২৭১৩৬৪০৯/-
২০১১-২০১২	২৩৬২০০০০০/-	২৪১৭৫০০০০/-	২৩৬৯৮৬০০০/-	৬৬০৪৮৬৫০৯/-
২০১২-২০১৩	৩০০৩০০০০০/-	২৯৯৮৬০০০০/-	২৯১২৮৮০০০/-	৭১২৩২৯৯৮৭/-
২০১৩-২০১৪	৩৩৭৮৮৫০০০/-	৩৫৩৮৮৫০০০/-	৩৪৫৪৬৩০০০/-	৬৮৫৬৯৯৯২১/-
২০১৪-২০১৫	৪৫০০০০০০০/-	৪৫০০০০০০০/-	৪১৫৬৮৬০০০/-	৭০২২২৫২১০/-
২০১৫-২০১৬	৬৮৭৯৮১০০০/-	৬৮৭৯৮১০০০/-	৬৭২০৭৬০০০/-	৬৮৫৭৯৩৭৬৬/-
২০১৬-২০১৭	৮৫০২৯৮০০০/-	৮৫০২৯৮০০০/-	৮৪৩২৬৯০০০/-	৬৭৪৩৯৫৯২৫/-
২০১৭-২০১৮	১০৫৪০৭০০০০/-	১০৫৪০৭০০০০/-	৯৩৪৪৪৬০০০/-	৭৯৬৫৫৭০০০/-
২০১৮-২০১৯	১৩৪১৪৪৯০০০/-	১৩৩১৪৩৯০০০/-	৫৯৫১৫০৩৭৮/-	৭৬৭৭৮২১৪২/-
২০১৯-২০২০	১৭২৫০০০০০০/-	১৭২৫০০০০০০/-	১৫৬৯১৮৫৬০০/-	৭৪৮৯৩২৮৩৯/-
২০২০-২০২১	২৭৪৪০০০০০০/-	১৯৫১৪৯১০০০/-	১৪৩৬৪১২৩৪০/-	৭৮৭৪৬৬৬৩৯/-
২০২১-২০২২	২৮৪৯৩০০০০০/-	২১০৬১১৯০০০/-	১৫৮৫৯৩৭৪০০/-	১০০৮৯৮৬২৬৬/-
২০২২-২০২৩	২৯৪,৫১,১৫,০০০/-	১৮৯,৪২,৯৩,০০০/-	১৪৩,০৭,৭৯,৩০০/-	১৩৭,২৭,২৭,৪৫০/-

১১ উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন : শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১ জুলাই ২০১৬ থেকে অধিদপ্তর শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। শুদ্ধাচারের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো : নৈতিকতা কমিটির সভা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন, কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন, এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন, প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন, প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তর, সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন ফিল্ড ফোর্স লোকেটরের মাধ্যমে কার্যক্রম মনিটরিং, গণশুনানি আয়োজন ইত্যাদি। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কারিকুলামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।

১১.২ উত্তম চর্চা (Best Practices): মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত উত্তমচর্চাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং উত্তম চর্চা অনুসরণসহ বহুল প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১১.৩ কারাগারে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন : দেশের কারাগারসমূহে আটক বন্দিদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মাদকাসক্ত কিংবা মাদকসেবী। এ অবস্থায় মাদকাসক্ত কারা বন্দিদেরকে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তোলার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতেও এ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত আছে। উল্লেখ্য, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন কারাগারে মোট ৯৩টি সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১১.৪ ডোপটেস্ট : গাড়ীচালকদের এবং সকল চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (সংশোধিত ২০২০) মোতাবেক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ডোপটেস্ট চালু করা হয়েছে।

১১.৫ অস্থায়ী চেকপোস্ট : দেশের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে মাদকের অবৈধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে নিয়মিতভাবে অস্থায়ী চেক পোস্ট স্থাপন করে তল্লাশী করা হয়ে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৩,৫৩৯টি অস্থায়ী চেকপোস্টের মাধ্যমে মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

১১.৬ প্রশিক্ষক/মেন্টর তৈরি : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টিতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৩৭৭ জন প্রশিক্ষক/মেন্টর তৈরি করা হয়েছে।

১১.৭ ক্যালেন্ডার/পোস্টার/লিফলেট/স্টিকার/ফোল্ডার বিতরণ : মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩,২৫,৩১১টি ফেস্টুন/লিফলেট/স্টিকার বিতরণ করা হয়েছে।

১১.৮ মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২,১৫২টি মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের মাঝে মাদকবিরোধী খাতা ও কলম বিতরণ

১১.৯ কমিউনিটি ভলান্টিয়ার টিম গঠন : মাদকবিরোধী কার্যক্রম জোরদারকরণে ২০২২-২৩ অর্থবছরে উপজেলাভিত্তিক ১৬৭টি কমিউনিটি ভলান্টিয়ার টিম গঠন করা হয়েছে।

১১.১০ প্রিন্ট/ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় মাদকবিরোধী প্রচারণা : ২০২২-২৩ অর্থবছরে সোস্যাল মিডিয়ায় ১৩৬টি মাদকবিরোধী কার্যক্রম এবং প্রিন্ট/ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ২০৪টি মাদকবিরোধী বিজ্ঞাপন /টকশো প্রচারিত হয়েছে। মাদকবিরোধী প্রচার কার্যক্রম, মাদকের ক্ষতি হ্রাস ও মাদক সরবরাহ হ্রাস সংক্রান্তে ১২০০ টি বার্ষিক ড্রাগ রির্পোট প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে।

১১.১১ মাদকবিরোধী অভিযান ও মামলা রুজু : ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাদকবিরোধী ৯০,৯২৬টি অভিযান পরিচালনা করে অবৈধ মাদক সংশ্লিষ্ট ২১,৮৩৪টি মামলা রুজু করা হয়েছে।

১১.১২ চিকিৎসা সেবা প্রদান : ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৯,৮৪৪ জন মাদকাসক্ত রোগীকে সরকারি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। ১৫,৯১৫ জন মাদকাসক্ত রোগীকে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মুজিববর্ষ উপলক্ষে কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে। ১৮,১৫১ জন মাদকাসক্ত রোগীকে বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে।

১১.১৩ ইকো ট্রেনিং : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অধীন সরকারি ও নিবন্ধিত বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে সেবা প্রদানকারী এবং অন্যান্য ২৩৫ জন স্টেক হোল্ডারকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে Colombo Plan এর অধীন International Centre for Certification and Education of Addiction Professionals (ইকো) ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে।

১১.১৪ দিবস উদযাপন : মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২৩ উদযাপন করা হয়।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২৩ উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি।

মাদকদ্রব্যরে অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী সম্মানীত অতিথিবৃন্দ।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্যুভেনির এর মোড়ক উন্মোচন।

এলইডি ডিসপ্লে ভ্যান এর মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচার কাযক্রম

১২. প্রশিক্ষণ

গ্রেড	প্রশিক্ষণার্থী
১ম-৯ম	১১০
১০ম	১৫৪
১১তম-১৭তম	১৩৯৯
১৮তম-২০তম	২১৯
মোট =	১৮৮২

সাইবার ক্রাইম ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ
(১৩-১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩)

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও বিসিএস প্রশাসন একাডেমি এর মধ্যে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংক্রান্ত MoU ২০ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

১৩. রাজস্ব আদায় : লাইসেন্স, পারমিট, মাদকশুল্ক ও বিবিধ খাত থেকে আদায়কৃত রাজস্ব

২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
৭৬,৭৭,৮২,১৪২/-	৭৪,৮৯,৩২,৮৩৯/-	৭৮,৬৫,৩০,০০০/-	১,০০,৮৯,৮৬,২৬৬/-	১৩৭,২৭,২৭,৪৫০/-

১৪. মাদকনির্মূলে অধিদপ্তরের কার্যক্রম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকের মতো জটিল সংকট মোকাবিলায় বিজ্ঞানসম্মত বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অধিদপ্তর মূলতঃ নিম্নবর্ণিত ৩(তিন)টি পদ্ধতিতে মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় :

(ক) চাহিদা হ্রাস (Demand Reduction)
(খ) সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction)
(গ) ক্ষতি হ্রাস (Harm Reduction)

১৫. চাহিদা হ্রাস (Demand Reduction)

চাহিদার সঙ্গে সরবরাহের সম্পর্ক রয়েছে। চাহিদা কমাতে পারলে মাদকের সরবরাহও কমে যাবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এ লক্ষ্যে মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে।

১৫.১ মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টিকরণ : মাদকবিরোধী জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। সারাদেশে ব্যাপক পরিসরে মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণামূলক কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয়

সংসদ সদস্য, সম্মানিত জনপ্রতিনিধি, মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। প্রচারাভিযানে নানা ধরনের কর্মসূচির সাথে মাদকবিরোধী উঠান বৈঠক, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, গোলটেবিল বৈঠক, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, জুমার নামাজের খুতবার আগে মাদকবিরোধী বয়ানের মতো ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৫.২ মাদকবিরোধী প্রচার কার্যক্রম : মাদকবিরোধী প্রচারণা কাজের অংশ হিসেবে অধিদপ্তর কর্তৃক পোস্টার, লিফলেট, স্টিকার বিতরণ করা হচ্ছে এবং সভা, সেমিনার, শ্রেণিবক্তৃতা ইত্যাদিও আয়োজন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনমানুষের সচেতনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ০১ জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত পরিচালিত এ সব কার্যক্রমের তুলনামূলক পরিসংখ্যান নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো :

ক্রম	বিবরণ	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩ জুন
১.	মাদকবিরোধী ফেস্টুন তৈরি ও বিতরণ	----	----	---	৪০,০০০টি	২০,৩৮০টি	১২,৮৭৬টি	৩৫৮৬১টি (পিভিসি)	৮৪৭টি	**২১৩২**
২	মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ	১,০৪,০০০টি	৯৪৭৫৭০ টি	৮,৭০,৫৪৯টি	১৪,২০,০০০টি	২,৬৫,০০০টি	---	৮০,০০০ টি	১৬৭৩১৪টি	**১,২০,৮৪৪**
৩	মাদকবিরোধী স্টিকার বিতরণ	১৫৫০০০টি	৭৫,১৩১টি	৮,০০০টি	----	৯৫০০টি	১০,০০০টি	১,০০,০০০ টি	৮১৩৭২টি	**৬৯০০**
৪	মাদকবিরোধী আলোচনা সভা/সেমিনার	৬,০১২ টি	৬,৬০৭টি	৭,২৬১টি	৮,৮৯৮ টি	৪,৪৭৫টি	২,৪৮৩টি	৫,১৪৬টি	৫৩৩৩টি	১৭৬টি
৫	কলেজ ও স্কুলে মাদকবিরোধী শ্রেণি বক্তৃতা	----	১,৪৬৯টি	২,৪৬০টি	৫,৪৪৭ টি	১৫,৭৩৫টি	১৬৭০টি	৪,৩৫৩ টি	১০০৩ টি	**১১১৭ টি**
৬	স্যুভেনির প্রকাশনা ও বিতরণ	১৫০০টি	১৮০০টি	২৬০০টি	২২০০টি	৩০০০টি	---	৩০০০ টি	২০০০টি	২০০০টি
৭	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন	৮০৯টি	৮৩৩৫ টি	১,৮৭২টি	১,৯৪১টি	২২০০টি	৫৬০টি	১৭০টি	---	----
৮	বুলেটিন প্রকাশ ও বিতরণ	----	১৮০০০টি	১৮০০০টি	৯,০০০টি	৩০০০টি	১২০০টি	---	০৬টি	০৬ টি
৯	কিয়স্ক বিতরণ	---	---	---	---	২৭০টি	২০০টি	৪৫৬টি	----	---
১০	এলইডি বিল বোর্ড বিতরণ	----	----	----	---	৫টি	---	---	----	---
১১	মাদকবিরোধী শ্লোগান সংবলিত জ্যামিতি বক্স	----	----	----	---	----	২৩৯০০০টি	২৫৯০০০টি	১৫৯০৮টি	----
১২	মাদকবিরোধী শ্লোগান সংবলিত স্কেল	----	----	----	----	২,৩০,০০০টি	২৩৯০০০টি	৬১৯৫০০টি	১৫১৭০টি	---
১৩	টকশো নির্মাণ ও প্রচার	---	----	----	---	২০টি	২০টি	৩০টি	২৫টি	---
১৪.	উপজেলাভিত্তিক মাদকবিরোধী ভলান্টিয়ার টিম গঠন	----	----	---	---	---	৬৪টি	২৩২টি	২২৫টি	৯৭টি
১৫.	হ্যান্ড সেনিটাইজার বিতরণ	---	----	----	----	----	----	১,০০,০০০টি	১০০০০০টি	---
১৬.	সোসাল মিডিয়ায় মাদকবিরোধী ফিলার ও ডিজিটাল কন্টেন্ট	--	----	----	১,৪৮২টি	৮৪৬টি	১৬১টি	১০০টি	২৫টি	৭৩টি
১৭.	কারাগারে মাদকবিরোধী সেমিনার/সভা/বক্তব্য প্রদান	-----	----	----	----	২৭২টি	৭৪টি	২০০টি	১১৮টি	৪৬টি
১৮.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মাদকের বিরুদ্ধে	-----	----	----	----	----	----	২০৬০জন	১৭৪৭ জন	**৪৬৭টি**

ক্রম	বিবরণ	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩ জুন
	সচেতন করার লক্ষ্যে মাদকবিরোধী প্রশিক্ষক/মেন্টর তৈরি									
১৯.	বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে মাদকবিরোধী স্ক্রল প্রচার	--	---	--	--	--	--	--	২৯টি টিভি চ্যানেলে মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত স্ক্রল প্রচার করা হয়েছে।	৩৩টি টিভি চ্যানেলে মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত স্ক্রল প্রচার করা হয়েছে।
২০.	ডিজিটাল ভ্যানে মাদকবিরোধী প্রচার	--	--	--	--	--	--	--	৪টি ডিজিটাল ভ্যানে ৭দিন ব্যাপী মাদকবিরোধী প্রচার।	৬টি ডিজিটাল ভ্যানে ৭দিন ব্যাপী মাদকবিরোধী প্রচার।

১৫.৩ সেমিনার, সভা-সমাবেশ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি : মাদকবিরোধী সেমিনার, সভা-সমাবেশ আয়োজন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত মাদকবিরোধী কমিটির মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে মাদকের কুফল সর্ম্পকে সচেতন করা হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা/মেট্রো কার্যালয় কর্তৃক জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩ মাস পর্যন্ত সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১ হাজার ৫০০টি, বিভিন্ন কারাগারে ৮০টি ও অন্যান্য স্থানে ১ হাজার ৪৩৩ টি মাদকবিরোধী সভা-সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণার জন্য অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা/মেট্রো কার্যালয়সমূহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনসমাগমস্থলে মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ করে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২ লক্ষ ৯৪ হাজার ৯২৭ মাদকবিরোধী লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও গণগ্রন্থাগারে ২ হাজার স্যুভেনির বিতরণ করা হয়েছে।

মাদকের কুফল রোধে যুব সমাজের ভূমিকা-প্রেক্ষিত বাংলাদেশ শীর্ষক “সেমিনার”

১৫.৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কার্যক্রম : মাদকবিরোধী আন্দোলন সফল করার লক্ষ্যে, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করার জন্য ৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। জুন, ২০২৩ আগস্ট মাস পর্যন্ত সময়ে ৩১ হাজার ৮০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠনের পরিসংখ্যান [জুন ২০২৩ পর্যন্ত] :

বিভাগের নাম	মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মোট গঠিত কমিটির সংখ্যা	অবশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠনের শতকরা হার (%)
ঢাকা	৪,৯২১ টি	৪,৯২১টি	----	১০০%
চট্টগ্রাম	৪,৮৪৯টি	৪৮৪৮টি	০১টি	৯৯.৯৭%
রাজশাহী	৫,১১৯টি	৫১১৯টি	---	১০০%
খুলনা	৪,৪৯৭টি	৪৪৯৭টি	----	১০০%
বরিশাল	৩,০১৮টি	৩০১৮টি	----	১০০%
সিলেট	১,৪৯১টি	১৪৯১টি	-----	১০০%
রংপুর	৪,৮০০টি	৪৭০২টি	৯৮টি	৯৭.৯৫%
ময়মনসিংহ	২,৪৮৪টি	২৪৮৪টি	----	১০০%
মোট	**৩১,১৭৯টি**	**৩১,০৮০টি**	**৯৯টি**	**৯৯.৬৮%**

১৫.৫ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা

সারা দেশে মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, সমাজের সর্বস্তরের জনগণ, বিভিন্ন পেশাজীবী এবং গণমাধ্যমের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। সমন্বিত কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের ইতোমধ্যে সারাদেশে বিভাগীয় কমিশনারদের নেতৃত্বে ৮টি বিভাগ, জেলা প্রশাসকদের নেতৃত্বে ৬৪টি জেলা এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের নেতৃত্বে ৪৭৪ টি উপজেলায় সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশের ভিত্তিতে Need based কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হচ্ছে। Need based কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি Interactive সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে যার মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনায় বিভিন্ন ইভেন্টসমূহ মনিটরিং করা হবে।

২০ আগস্ট ২০২২ তারিখে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আয়োজিত ময়মনসিংহ বিভাগীয় কর্মশালায় সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

১৫.৬ ডকুমেন্টারি, শর্টফিল্ম নির্মাণ ও টিভি-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রচারণামূলক কাজের ক্ষেত্রে মাদকবিরোধী শর্টফিল্ম, টিভি স্পট ও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করে থাকে। জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নির্মিত আধুনিক ও আকর্ষণীয় ফিলার, টিভিসি, শর্টফিল্ম, নাটক-নাটিকা, ডকুড্রামা, থিমসং বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, ইউটিউব এবং ফেসবুক পেজ-এর মাধ্যমে প্রচার হওয়ায় জনসচেতনতা বাড়ছে।

১৫.৭ সোশ্যাল মিডিয়া ও ইন্টারনেটভিত্তিক কার্যক্রম : সোশ্যাল মিডিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে নিয়েছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। বিশেষ করে তরুণরা সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত। তাই জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৫ সালের আগস্ট থেকে Facebook page (Department of Narcotics Control)-এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের কার্যক্রমের তথ্য ও ছবি প্রচার করা হচ্ছে। যে কোনো ব্যক্তি তার মতামত, অভিজ্ঞতা, পরামর্শ অধিদপ্তরের ফেসবুক পেইজ-এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারছে, যা সহজে কর্তৃপক্ষের নজরে আসছে এবং ফেসবুকে সংযুক্ত অন্য ব্যক্তিবর্গ তা জানতে পারছেন। ফলে যে কোনো তথ্য দ্রুততম সময়ে ফেসবুকে সংযুক্ত সবার মধ্যে প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া ও ইন্টারনেটভিত্তিক কার্যক্রমের ফলে বিপুলসংখ্যক মানুষ মাদক সচেতনতার আওতাভুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে এই পেজের ফলোয়ারের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৫ হাজার ২১৩ এবং লাইক এর সংখ্যা ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৪১।

ফেসবুক পেজে প্রচারিত মাদকবিরোধী ডিজিটাল কনটেন্ট

১৫.৮ রাসায়নিক পরীক্ষাগার : অধিদপ্তরের অধীন কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার মাদক মামলায় জব্দকৃত আলামতের নমুনা রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য দেশের একমাত্র স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ছাড়াও দেশে মাদক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক জব্দকৃত মাদক আলামতের নমুনার রাসায়নিক পরীক্ষণ রিপোর্ট বিনা ফি-তে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রদান করা হয়। মাদকদ্রব্যের পরীক্ষণ রিপোর্টসমূহ দ্রুত প্রদান এবং সরকারের ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য সরকার দেশের প্রতিটি বিভাগীয় কার্যালয়ে রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন করার লক্ষ্যে কাজ করছে। চট্টগ্রামে নবনির্মিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় ভবনের চতুর্থ তলায় রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপনে চলমান। উক্ত পরীক্ষাগারে কার্যক্রম চালুকরণের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২১টি পদ সৃজন করা হয়েছে। চট্টগ্রামে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে কার্যক্রম চালু হয়েছে। ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারের ১টি এবং চট্টগ্রামস্থ রাসায়নিক পরীক্ষাগারের ১টিসহ মোট ২টি ল্যাবরেটরি কক্ষকে KOICA'র সহায়তায় আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। পরীক্ষাগার তথা প্রযুক্তিতে আধুনিকায়ন হওয়ায় এ সরকারের সময় রাসায়নিক পরীক্ষণ রিপোর্ট মেন্যুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে দ্রুত সময়ে প্রদান করার ফলে মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলাসমূহের বিচার কার্যক্রম ত্বরান্বিত হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার এর নতুন ল্যাব

১৬. সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction) :

মাদকের সরবরাহ বন্ধ করা বা কমিয়ে আনার বিষয়টি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। মাদক কারবারীরা নিত্য নতুন কৌশল অবলম্বন করছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে। দেশে মাদকের সরবরাহ হ্রাসে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করা হচ্ছে :

- দেশে মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, বিপণন, চোরাচালান ও অপব্যবহার সংক্রান্ত গোপন সংবাদ সংগ্রহ ও রিপোর্ট প্রণয়ন;
- মাদকের সরবরাহ ও চাহিদা নিয়ন্ত্রণের জন্য মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা ও তল্লাশী করা;
- মাদক কারবারীদের গ্রেপ্তার, অবৈধ মালামাল আটক, মামলা রুজুকরণ, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা, সাক্ষ্য দান ও বিচারকার্যে সহায়তা প্রদান;
- মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- মাদকের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান সংক্রান্ত কার্যক্রম মনিটরিং ও পরিদর্শন;
- মাদক ও মাদকজাতীয় উদ্ভিদ বিনষ্টকরণ (Crop eradication and destruction of drugs);
- INCB, UNODC, SAARC, BIMSTEC, DEA, COLOMBO PLAN-সহ সকল আন্তর্জাতিক,আঞ্চলিক ও বৈদেশিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ও মাদক অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য বিনিময় এবং কাজের সমন্বয় সাধন;
- দেশের অভ্যন্তরে সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন;
- মাদক অপরাধ সংক্রান্ত ডাটাবেজ সংরক্ষণ;
- ঢাকায় ১টি এবং টেকনাফের জন্য ১টি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে;
- মিয়ানমার হতে টেকনাফ হয়ে বাংলাদেশে ইয়াবার অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা প্রতিহত করার জন্য স্থায়ীভাবে ২৯ জনবলের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অফিস স্থাপন করা হয়েছে। টেকনাফের নাফ নদীতে অভিযান পরিচালনার জন্য ৪টি স্পিড বোট সংগ্রহ করা হয়েছে।
- মাদক পাচারের রুট চিহ্নিত করে নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযান, টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে;
- মাদক পাচারকারী ও অবৈধ মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে এবং তালিকাভুক্তদের গ্রেফতারপূর্বক বিচারে সোপর্দ করার জন্য অব্যাহতভাবে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।
- এসব কাজ সম্পাদনের জন্য দেশের ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা, ৪টি মেট্রো কার্যালয় ও ৮টি বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সীমান্ত দিয়ে যাতে মাদকদ্রব্য আসতে না পারে সেজন্য বিজিবি ও কোস্টগার্ড নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ট্রেনে, বাসে, স্টিমারে, লঞ্চে, ট্রাকে বা অন্য কোনো যানবাহনে যাতে মাদক পরিবহণ হতে না পারে সেজন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সব আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে।
- সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর ও স্থলবন্দর যাতে মাদক পাচারের রুট হিসাবে ব্যবহৃত হতে না পারে মংলা সমুদ্রবন্দর, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর, বেনাপোল স্থলবন্দর, হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর, ঢাকা এবং হযরত আমানত শাহ্ বিমানবন্দর, চট্টগ্রামে জনবল পদায়নের মাধ্যমে নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১৭. নিয়মিত অভিযান পরিচালনা ও আলামত উদ্ধার

১৭.১ অধিদপ্তরের দায়েরকৃত মামলা, আসামি এবং উদ্ধারকৃত মাদকের বিবরণ :

ক্রম	অর্থবছর	মামলা	আসামি	আলামত
১.	২০১৫-২০১৬	৫৭৩২	৬১০৫	(১) ইয়াবা-১০৮৮৯১১ পিস, (২) গাঁজা-২১৬৮.৬০৩ কেজি, (৩) হেরোইন-৫.৬৬৩ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-৫৭২টি. (৫) ফেন্সিডিল-১৬৮১০ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-৯.৫ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১৭৬১৬ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-২৪২৮ বোতল।
২.	২০১৬-২০১৭	৯৬৯৮	১০৫০৬	(১) ইয়াবা-৮১৬৭ পিস, (২) গাঁজা-৩৬০০.০৪৩ কেজি, (৩) হেরোইন-১৪.২৭১ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-৮৮ টি. (৫) ফেন্সিডিল-২৫৮৯০ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-১৮৯.৮৭ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৭২১৫ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-২৯৫৩ বোতল।
৩.	২০১৭-২০১৮	১১৭৮৫	১২৯০	(১) ইয়াবা-২১০৫৭৮৫ পিস, (২) গাঁজা-৩৪১৪.৫৮৬ কেজি, (৩) হেরোইন-১৭.৫২৬ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-২০৩ টি. (৫) ফেন্সিডিল-২৬৪৭৫ বোতল, ৯৬) ফেন্সিডিল-২৬.৫৫ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১৫৬৪৩ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-৩৭৮০ বোতল।
৪.	২০১৮-২০১৯	১৩৬৪৮	১৪৬৭৯	(১) ইয়াবা-১৮৮০৪৩৫ পিস, (২) গাঁজা-১৬১৮.৩৪৪ কেজি, (৩) হেরোইন-৯.৬২৬ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-৪৬ টি. (৫) ফেন্সিডিল-২০৪০৭ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-১১.৪ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৬২৯১৫ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-১০৮৫ বোতল।
৫.	২০১৯-২০২০	১০৮৬০	১১৪১১	(১) ইয়াবা-৬০৬৬০৫ পিস, (২) গাঁজা-১০৮১.০৯৬ কেজি, (৩) হেরোইন-৬.১২১ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-৪৩ টি. (৫) ফেন্সিডিল-১৭৫৪০ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-১৯৬৫ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১২৫৬৪ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-১৫৮৮ বোতল।
৬.	২০২০-২০২১	৭৫৬৩	৮০৫৮	(১) ইয়াবা-১২০৩২০৭ পিস, (২) গাঁজা-১৬৩৪.৭২৩ কেজি, (৩) হেরোইন-৫.২৮১ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-৫৫১টি. (৫) ফেন্সিডিল-৭৯৯৩ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-১.১০৮ লিটার,(৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৫১৩০ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-৮৫০ বোতল।
৮.	২০২১-২০২২	১৫৫২৭	১৯০২৯	(১) ইয়াবা-৪৬২০২৮১ পিস, (২) গাঁজা-৫৪৮৩.৭৯৯ কেজি, (৩) হেরোইন-৯.৭০৪ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-১৩৩২ টি. (৫) ফেন্সিডিল-২০৩২৭ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-৩ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৪৪৭৮২ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-৮৯৬ বোতল।
৯.	২০২২-২০২৩	২১৮৩৪	২৩৫৮০	(১) ইয়াবা-৪৯৮২২০২ পিস, (২) গাঁজা-৮৫৩৪.৮৭৭ কেজি, (৩) হেরোইন-২১.৪৭৬ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-৩৬৭০৩ টি. (৫) ফেন্সিডিল-১৬৯২৮ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-২০৯.৮৬ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৮৩০০৩ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-১৯৮০ বোতল।

১৭.২ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব ও কোস্টগার্ড কর্তৃক আটককৃত উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্য :

ক্রম	বছর	আলামত
১.	২০১৫	(১) ইয়াবা-২০১৭৮৫৮১ পিস, (২) গাঁজা-৩৯৯৬৭.৫৯৪ কেজি, (৩) হেরোইন-১০৭.৫৩৯ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৮৬৯৮২৮ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-৫১০৪.৭৫লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৮৫৯৪৬ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ- ৩২২৫৮৯ বোতল (৮) কোকেন-৫.৭৭৮ কেজি।
২.	২০১৬	(১) ইয়াবা-২৯৪৫১৭৮ পিস, (২) গাঁজা-৪৭১০৪.৬৫৫ কেজি, (৩) হেরোইন-২৬৬.৭৮৫ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৫৬৬৫২৫ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-২৭৫.৬৮ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১৫২৭৪০ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-২৮৪২০৪ বোতল (৮) কোকেন-০.৬২ কেজি।
৩.	২০১৭	(১) ইয়াবা-৪০০৭৯৪৪৩ পিস, (২) গাঁজা-৬৯৯৮৯.৫০৮ কেজি, (৩) হেরোইন-৪০১.৬৩৩ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৭২০৮৪৩ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-৩৩৮.৭২লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১০৯০৬৩ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-১৫৫৮০৬ বোতল (৮) কোকেন-৩.৬ কেজি।
৪.	২০১৮	(১) ইয়াবা-৫৩০৪৮৫৪৮ পিস, (২) গাঁজা-৬০২৯৫.১২৪ কেজি, (৩) হেরোইন-৪৫১.৫০৬ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৭১৫৫২৯ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-৫৩৯.৯৫ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১২৮৭০৮ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-১০৫৭১৯ বোতল (৮) কোকেন-০.৭৫কেজি।
৫.	২০১৯	(১) ইয়াবা-৩০৪৪৬৩২৮ পিস, (২) গাঁজা-৩২৬৫৭.৬৯৯ কেজি, (৩) হেরোইন-৩২৩.২৭৯৮ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৯৭৬৬৬৩ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-১৮৩১.০৫লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৪১২৩৬ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-১১৩২৭৯ বোতল (৮) কোকেন-১কেজি।
৬.	২০২০	(১) ইয়াবা-৩৬৩৮১০১৭ পিস, (২) গাঁজা-৫০০০৭৮.৫৪৯ কেজি, (৩) হেরোইন-২১০.৪৩৮ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-১০০৭৯৭৭ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-১২৯.৪ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১২৪৬০৮ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-১৩২৫৩৯ বোতল (৮) কোকেন-৩.৮৯৩কেজি।
৭.	২০২১	(১) ইয়াবা-৫৩০৭৩৬৬৫ পিস, (২) গাঁজা-৮৬৬৯৬.২৮১ কেজি, (৩) হেরোইন-৪৪১.২২১ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৫৭৪৩০১ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-১০৬.৬০৮ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১১৩০৭০ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-২২৫৩২৮ বোতল (৮) কোকেন-১.৫৫ কেজি।
৮.	২০২২	(১) ইয়াবা-৪৫৮৬৮৫৬৯ পিস, (২) গাঁজা-১১৫৩৬৭.৮৬৩ কেজি, (৩) হেরোইন-৩৩৮.২৭৯ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৭০৬০৬১ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-২৮৬.৪৬ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-২১৫৫১১ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-২৭৩৫৮০ বোতল (৮) কোকেন-৪.৫৭ কেজি।
৯.	২০২৩	(১) ইয়াবা-২৯৭৯৫০৬৪ পিস, (২) গাঁজা-৮১২৬০.৩৫৯ কেজি, (৩) হেরোইন-৪৪০.৫৬১ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৩৩৭৭৩৬ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-২৯.৮ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১১৭৯৫২ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-২২১৯৭৪ বোতল (৮) কোকেন-৪.৯৫৫ কেজি।

১৭.৩ মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মোবাইল কোর্ট

সালের নাম	অভিযান	মামলা	গ্রেফতার
২০১৫	১৪৯৩৭	৭৪৮৭	৭৮২৩
২০১৬	১৩৫৪১	৬৪৩০	৬৫৯২
২০১৭	১২২১২	৫৯৯১	৬০৪৪
২০১৮	১৩৮২১	৬৭৭৬	৬৮৬৬
২০১৯	১৮৪২৪	৯৪৪৪	৯৪৮৪
২০২০	২৩১৯৩	১০৪৭১	১০৪৯৮
২০২১	২৮৫০৬	১২১৪৭	১২১৭২
২০২২	৩৩৩৯২	১৫১৭০	১৫২১১
২০২৩	২৭২৯৮	১২৮১৮	১২৮২৮

১৭.৪ মাদক অপরাধ সংক্রান্ত দায়েরকৃত মামলা নিষ্পত্তির বিবরণ

বছর	বিচার নিষ্পন্ন মামলা			সাজা/খালাসপ্রাপ্ত আসামী		মোট
	সাজা	খালাস	মোট	সাজাপ্রাপ্ত	খালাসপ্রাপ্ত	
২০১৫	৮৯২ (৪৮%)	৯৮১	১৮৭৩	৯৭১ (৪৮%)	১০৪২	২০১৩
২০১৬	২৩৫৬ (৪৪%)	২৯৯২	৫৩৪৮	২৯২৭ (৪১%)	৪২০৬	৭১৩৩
২০১৭	১০১৬ (৪০%)	১৫২৮	২৫৪৪	১০৬৫ (৪০%)	১৬১৫	২৬৮০
২০১৮	৫৯২ (৪১%)	৮৪৩	১৪৩৫	৬৩১ (৪১%)	৯১১	১৫৪২
২০১৯	৬৪২ (৩৯%)	১০১২	১৬৫৪	৬৭৮ (৩৮%)	১০৭৮	১৭৬৫
২০২০	৩১০ (৪৩%)	৪১২	৭২২	৩৩৩ (৪৩%)	৪৩৩	৭৬৬
২০২১	৬৬১ (৪০%)	১০০৩	১৬৬৪	৮৫১ (৫০%)	৮৪২	১৬৯৩
২০২২	১০৩২ (৪০%)	১৫১৮	২৫৫০	১০৪১ (৩৯%)	১৬২৪	২৬৬৫
২০২৩	১০৭০ (৪০%)	১২৩৭	২৩০৭	১১৬৪ (৪৭%)	১৩১৫	২৪৭৯

নিয়মিত অভিযান পরিচালনায় আলামত উদ্ধার

০৫ মে ২০২৩ তারিখে মতিঝিল সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের অফিস থেকে ৫০,০০০ (পঞ্চাশহাজার) পিস ইয়াবাসহ ১জন মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ বাবুগঞ্জ ঢাকা-বরিশাল হাইওয়েতে ৪০ কেজি গাঁজাসহ ০৩ (তিন) জন আসামি গ্রেফতার

১৮. মাদকের ক্ষতিকর দিকসমূহ

মাদকের নাম, উপাদান এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ অনুযায়ী শ্রেণি	ক্ষতিকর প্রভাব	মাদকের নাম, উপাদান এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ অনুযায়ী শ্রেণি	ক্ষতিকর প্রভাব
ক্রিস্টাল মেথ (Crystal Meth) /আইস (Ice), Methyl Amphetamine (রাসায়নিক উপাদান) ক-শ্রেণির মাদক	• শক্তিশালী আসক্তি সৃষ্টিকারী মাদক • ক্ষুধামন্দা • প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস • অতিরিক্ত উত্তেজনা সৃষ্টি করে উচ্চ রক্তচাপ • সহিংস আচরণ ইত্যাদি।	সিসা (Shisha) Nicotine≥০.২% খ-শ্রেণির মাদক	• যক্ষ্মাসহ বক্ষব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ • স্ট্রোক • মুখ ও ফুসফুসের ক্যান্সার • মুখে ঘাঁ • শারীরিক রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি।
এলএসডি (LSD) Lysergic acid Diethylamide খ-শ্রেণির মাদক	• শক্তিশালী মতিভ্রম সৃষ্টিকারী মাদক • অলীক ভাবনা • বিষণ্নতা • আত্মহত্যার প্রবণতা • দৃষ্টিভ্রম • ক্ষুধামন্দা ইত্যাদি।	হেরোইন (Heroine) Diacetyl Morphine ক-শ্রেণির মাদক	• শক্তিশালী আসক্তি সৃষ্টিকারী মাদক • লিভার ক্যান্সার • ফুসফুস ক্যান্সার • তীব্র কোষ্ঠকাঠিন্য • কিডনি ও হার্ট রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ • দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া • প্রজনন সংক্রান্ত সমস্যা
ক্যানাবিস ব্রাউনিস কেক (Cannabis Brownies গাঁজার নির্যাস (extract) হতে তৈরি Cake) খ-শ্রেণির মাদক	• স্মৃতিশক্তি হ্রাস • অলীক ভাবনা • মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি হওয়া • জননাঙ্গে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি থাকে ইত্যাদি	কোকেন (Cocaine) Erythroxylum novogranatense ক-শ্রেণির মাদক	• তীব্র শক্তিশালী স্নায়ু উত্তেজনা সৃষ্টিকারী মাদক • মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে • স্ট্রোক হয় • হার্ট অ্যাটাক • আত্মহত্যার প্রবণতা • সহিংস আচরণ ইত্যাদি।
খাত (Khat) Cathine & Cathinone খ-শ্রেণির মাদক	• ক্ষুধামন্দা • অনিদ্রা সৃষ্টিকারী • ওজন হ্রাস • স্নায়ু উত্তেজনা সৃষ্টিকারী মাদক • মুখে ও গলায় ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ইত্যাদি	ইয়াবা (Yaba) Methyl Amphetamine ক-শ্রেণির মাদক	• তীব্র শক্তিশালী স্নায়ু উত্তেজনা সৃষ্টিকারী মাদক • সহিংস আচরণ • ক্ষুধামন্দা • ফুসফুস ক্যান্সার • হার্ট অ্যাটাক ও উচ্চ রক্তচাপ • প্রজনন ক্ষমতা হ্রাসইত্যাদি
ফেনইথাইলএ্যামিন (Phenethylamine) Methamphetamine এর raw materials খ-শ্রেণির মাদক	• মস্তিষ্ক বিকৃতি • নিদ্রাহীনতা • খিঁচুনি • রক্তচাপ বৃদ্ধি ও হার্ট অ্যাটাক • অস্বাভাবিক হৃদস্পন্দন • ফুসফুসের প্রদাহসহ ফুসফুসে টিউমার ও ক্যান্সার হতে পারে।	গাঁজা (Cannabis) Tetrahydrocannabinol খ-শ্রেণির মাদক	• শক্তিশালী মতিভ্রম সৃষ্টিকারী মাদক • স্মৃতিশক্তি হ্রাস • অলীক ভাবনা • মুখে ও ফুসফুসে ক্যান্সার ইত্যাদি।
ফেনসিডিল (Phensidyl)/ এসকাফ (Eskuf) Codeine Phosphate ক-শ্রেণির মাদক	• শক্তিশালী আসক্তি সৃষ্টিকারী মাদক • প্রজনন সংক্রান্ত সমস্যা • কিডনি বিকল • লিভার ক্যান্সার • তীব্র কোষ্ঠকাঠিন্য	ম্যাজিক মাশরুম (Psilocybin) Psilocybin mushroom খ-শ্রেণির মাদক	• শক্তিশালী মতিভ্রম সৃষ্টিকারী মাদক • দৃষ্টিভ্রম ও অলীক ভাবনা • ক্ষুধামন্দা • অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন ও উচ্চ রক্তচাপ • প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস

১৯. ক্ষতি হ্রাস (Harm Reduction)

- মাদকনির্ভরশীলতা শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার নামান্তর মাত্র। মাদকদ্রব্য বারবার গ্রহণের মধ্য দিয়ে ওই মাদকের প্রতি রোগীর শারীরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। ফলে মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তি না চাইলেও তাকে পুনরায় মাদক গ্রহণ করতে হয়। ক্রমাগত মাদক গ্রহণের ফলে মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে ওজন হ্রাসসহ জটিল শারীরিক সমস্যায় ভুগতে হয়।

- ক্ষতি হ্রাসের অংশ হিসেবে মাদকাসক্তদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। দেশে মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য সরকারিভাবে ৪টি নিরাময় কেন্দ্র আছে, যা মোট মাদকাসক্ত রোগীর তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। এছাড়া জুন, ২০২৩ সাল পর্যন্ত বেসরকারি পর্যায়ে ৩৬৫টি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, এগুলোতে সর্বমোট ৪ হাজার ৯৯৬টি বেড রয়েছে।

- ক্ষতি হ্রাসের অংশ হিসেবে মাদকাসক্তদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। দেশে মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য সরকারিভাবে ৪টি নিরাময় কেন্দ্র আছে, যা মোট মাদকাসক্ত রোগীর তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। এছাড়া জুন, ২০২৩ সাল পর্যন্ত বেসরকারি পর্যায়ে ৩৬২টি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, এগুলোতে সর্বমোট ৪ হাজার ৮১৬ টি বেড রয়েছে।

- জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকায় দেশের বিদ্যমান সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার আওতায় আনা যায় সে সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়নের লক্ষ্যে গত ৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালার খণ্ডচিত্র

১৯.১ বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে অনুদান প্রদান : ২০১৮ সালে বর্তমান সরকারে নির্বাচনী ইশতেহার মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কার্যক্রম আরও উন্নত ও সহজলভ্য করার জন্য সরকারি সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের আর্থিক অনুদান প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। এ লক্ষ্যে "বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়। ২০১৯ সাল হতেই বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের মধ্যে মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা সুনিশ্চিত করার জন্য অনুদান প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৯১টি প্রতিষ্ঠানকে ১,০০,০০০,০০ (এক কোটি) টাকা, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৩৭ টি প্রতিষ্ঠানকে ১,৫০,০০,০০০ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা ও ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৪০ টি প্রতিষ্ঠানকে ১,৫০,০০,০০০ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৮২ টি প্রতিষ্ঠানকে ২,৫০,০০০,০০ (দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

২৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের জন্য সরকারি অনুদান প্রদান করেন মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১৯.৩ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের বিবরণ :

ক্রম	নিরাময় কেন্দ্রের নাম	বেড সংখ্যা	অবস্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদবি ও ফোন নং	মন্তব্য
১.	কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	১২৪ (মহিলা: ২৪, পুরুষ: ৯০ শিশু: ১০)	৪৪১ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮	চিফ কনসালটেন্ট ফোন : ০২-৮৮৭০৬২০	
২.	বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	২৫	৭/এ-১(নতুন-১৪), রোড নং-৩, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।	তত্ত্বাবধায়ক ফোন : ০২-৩৩৪৪৫৫৩৮০	
৩.	বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	২৫	৪৩৯ উপ-শহর, তেরখাদিয়া, রাজশাহী।	তত্ত্বাবধায়ক ফোন : ০২-৫৮৮৮৬৩২১৮	
৪.	বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	২৫	আইডিয়াল নার্সিং হোম বিল্ডিং (৩য় ও ৫ম তলা), ১২৬ এম এ বারী সড়ক, সোনাডাঙ্গা বাইপাস, গল্লামারী, খুলনা।	তত্ত্বাবধায়ক ফোন : ০২-৪৭৭৭২১১৪৯	

১৯.৪ সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগী

বছর	আন্তঃবিভাগ		বহির্বিভাগ		মোট রোগী	নতুন রোগী	পুরাতন রোগী
	পুরুষ	শিশু/মহিলা	পুরুষ	শিশু/মহিলা			
২০২০	৪৩৩৫	৪৯৬	৯৩৭৫	৭৪৬	১৪৯৫২	৯১৭৯	৫৭৭৩
২০২১	৪১৮৯	২৩৮	৫৪১২	১৭৫	১০০১৪	৫৭৬৯	৪২৪৫
২০২২	৫২৩৩	২৬১	১০৪২৫	৩৯৭	১৬৩১৬	৭৭০৭	৮৬০৯
২০২৩/জুন	১৯৫৮	১৫৮	৪৮৮৮	৩৬৮	৭৩৭২	৩১৬৬	৪২০৬

১৯.৫ বেসরকারি লাইসেন্স প্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগী

সাল	রোগীর সংখ্যা
২০২০	১৫১৮১
২০২১	৯৮৭৬
২০২২	১৬৩১৬
২০২৩/ জুন	৭৩৭২

১৯.৬ ইথানল ও মিথানল এর অপব্যবহার রোধে করণীয় শীর্ষক কর্মশালা : ২১ জুন, ২০২৩ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ইথানল ও মিথানল এর অপব্যবহার রোধে করণীয় শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী।

২১ জুন, ২০২৩ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ইথানল ও মিথানল এর অপব্যবহার রোধে করণীয় শীর্ষক কর্মশালা

১৯.৭ মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য গাইডলাইন তৈরি : দেশে মাদকাসক্তদের চিকিৎসার কোনো সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন নেই। তাই নিরাময় কেন্দ্রসমুহ তাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞাতা থেকে নিজেদের মতো করে পরিচালিত হতো। কিন্তু মাদকাসক্তদের চিকিৎসার একটি সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন থাকা অতীব জরুরি। তাই জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটির অক্টোবর, ২০২১ কমিটির দ্বিতীয় সভায় মাদকাসক্তদের চিকিৎসা পদ্ধতি সর্ম্পকে জাতীয় গাইডলাইন প্রস্তুতের জন্য একটি কারিগরি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে মাদকাসক্তদের চিকিৎসার পদ্ধতি সর্ম্পকে জাতীয় গাইডলাইন প্রস্তুতের জন্য একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে কর্মশালা এবং সভা করে উক্ত গাইডলাইনের খসড়া চূড়ান্ত করে মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য "National Guidelines for the Management of Substance Use Disorders (SUD)" এর খসড়া ২৯ শে জানুয়ারি ২০২৩ তারিখের ৯৮ নং স্মারকের মাধ্যমে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। গাইডলাইনটি চূড়ান্ত হলে সরকারি ও বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসার জন্য সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি চিকিৎসা পদ্ধতি কার্যকর হবে।

গত ১৪ নভেম্বর ২০২২ তারিখে "National Guidelines for the Management of Substance Use Disorders (SUD)" এর খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে আয়োজিত কর্মশালা।

১৯.৮ মাদকাসক্ত রোগী ও পরিবারের জন্য কাউন্সেলিং সেবা : মাদকাসক্ত রোগী ও পরিবারগুলোকে কাউন্সেলিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৭ অক্টোবর ২০১৫ হতে পুনরায় পারিবারিক কাউন্সেলিং সেবা চালু করা হয়েছে। সপ্তাহের প্রতি বুধবার কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে বেলা ১১.০০টা হতে দুপুর ১টা পর্যন্ত পারিবারিক কাউন্সেলিং সেবা দেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেক সপ্তাহে প্রায় ৩০-৩৫ জন পারিবারিক কাউন্সেলিং সেবা গ্রহণ করে থাকে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ৯ হাজার ৪৮৭ জনকে এ সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বেসরকারিভাবে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৫ হাজার ৯১৫ জনকে কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।

১৯.৯ ইকো প্রশিক্ষণ : Colombo Plan এর অধীন International Centre for Certification and Education of Addiction Professionals (ICCE) এর ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসক, মনোচিকিৎসক ও কাউন্সিলরগণকে ৯টি কারিকুলামের উপর ২০১৩ সালে Training of Trainers (TOT) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে ২৩টি কারিকুলামের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান শেষ হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৪ জন জাতীয় প্রশিক্ষক (National Trainers) দেশে নিবন্ধিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত এডিকশনাল প্রফেশনালদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। ২০১৩ সালে ৩টি ব্যাচে ৬০ জন, ২০১৪ সালে ৩টি ব্যাচে ৬৭ জন, ২০১৫ সালে ১টি ব্যাচে ২৫ জনকে এবং ২০১৬ সালে ৫টি ব্যাচে ১৪৩ জন এবং ২০১৭ সালে ১১টি ব্যাচে ৩৩৬ জন এডিকশনাল প্রফেশনালদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৯৬ জন ৮টি কারিকুলাম সম্পন্ন করেছেন, যাদের মধ্যে ৬৯ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং ২৪ জন কৃতকার্য হন। আসক্তি পেশাজীবীদের জন্য মাদকদ্রব্য ব্যবহার, রোগ ও চিকিৎসা বিষয়ের উপর জানুয়ারি, ২০১৩ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ২ হাজার ২০৪ জনকে ইকো প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২৩৫ জনকে ইকো প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরাধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মালিক বা পরিচালক অংশগ্রহণ করেন।

57th Echo Training on Universal Treatment Curricular for Addiction Professionals in Bangladesh (Date : 08 January to 18 january, 2023)

১৯.১০ ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত শিশুদের চিকিৎসা প্রদান : বিগত ২০১৩ সালে ঢাকার তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত শিশু/পথশিশুদের জন্য ১০ শয্যার চিকিৎসা সুবিধা চালু করা হয়। শিশু মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশনের মধ্যে ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়। উক্ত স্মারক অনুযায়ী আহছানিয়া মিশন কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত শিশুদের প্রেরণ করে। কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে তাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে এক মাস চিকিৎসা শেষে পুনর্বাসনের জন্য তাদেরকে আবার আহছানিয়া মিশনের কাছে ফেরত দেয়া হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০৩ জন পথশিশুকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

১৯.১৩ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে আলামতের পরীক্ষণ ও রিপোর্ট

বছর	নমুনা পরীক্ষণ ও রিপোর্ট প্রণয়নের সংখ্যা		
	পজেটিভ	নেগেটিভ	মোট
২০১৮	৫১,৪৪৫	০০	৫১,৪৪৫
২০১৯	৩৭,৩২২	০০	৩৭,৩২২
২০২০	১৫,৯৩০	০০	১৫,৯৩০
২০২১	১৭,৫৭১	০০	১৭,৫৭১
২০২২	১৫,৮৪৭	০০	১৫,৮৪৭
২০২৩ (জুন পর্যন্ত)	১০,৬১৫	০০	১০,৬১৫

২০. মহাপরিচালক পর্যায়ে ভারত ও মিয়ানমারের সাথে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মহাপরিচালক পর্যায়ে নিয়মিত দ্বি-পাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পাশাপাশি ইয়াবা পাচার রোধকল্পে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি সভাতেই মিয়ানমারকে ইয়াবার উৎপাদন ও প্রবাহ বন্ধ করার জন্য এবং মিয়ানমার সীমান্তে অবস্থিত ইয়াবা তৈরির কারখানা সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এ লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । মাদক সমস্যা যেহেতু একটি বৈশ্বিক সমস্যা, সেহেতু এ সমস্যা সমাধানে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও মায়ানমারের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি রয়েছে। উক্ত চুক্তি স্বাক্ষরের পর এ পর্যন্ত বাংলাদেশ-ভারত মহাপরিচালক পর্যায়ে ৭টি বৈঠক এবং বাংলাদেশ-মায়ানমার এর মধ্যে ৫টি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে।

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে মহাপরিচালক পর্যায়ে ৫ম দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক

২১.০ (ক) প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যক্রম:

চলমান প্রকল্প:

১	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
				আর্থিক	ভৌত	
	"ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ"	১৬২.৩৪১৪ কোটি টাকা	জুলাই-২০২২ হতে জুন, ২০২৫	১০.৮৮ লক্ষ	০০	২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি B ক্যাটাগরি বিধায় উক্ত প্রকল্পের আর্থিক বছরের বরাদ্দের ১৫% অর্থ সংরক্ষিত রাখার বিধান রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে বর্ণিত প্রকল্পে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বরাদ্দের ২০ লক্ষ টাকা হতে ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে। এছাড়া কম্পিউটার সামগ্রী, আসবাবপত্র এবং আপ্যায়ন ব্যয় খাতে সর্বোচ্চ ৫০% ব্যয় করা যাবে বিধায়, ৬.০৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করার সুযোগ নেই।